



## 12598 - রোজাদারকে ইফতার করানোর ফজলিত

### প্রশ্ন

রোজাদারকে ইফতার করালে কী ধরণে সওয়াব পাওয়া যায়?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যায়দে ইবনে খালেদে আল-জুহানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে সে রোজাদারের সম পরিমাণ সওয়াব পাবে; রোজাদারের সওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না।” [সুনাতে তরিমযি (৮০৭), সুনাতে ইবনে মাজাহ (১৭৪৬), ইবনে হিব্বান তাঁর সহহি গ্রন্থ (৮/২১৬) এ এবং আলবানি তাঁর ‘সহহি আল-জামে’ গ্রন্থ (৬৪১৫) হাদিসটিকে ‘সহহি’ বলছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “রোজাদারকে ইফতার করানো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাকে পটে ভরে তৃপ্ত করানো।” [আল ইখতিয়ারাত, পৃষ্ঠা-১৯]

সলফে সালহেহি খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁরা এটাকে মহান ইবাদত মনে করতেন।

জনকৈ সলফে সালহেহি বলছেন: “দশজন সাথীকে দাওয়াত দিয়ে তাদের পছন্দসই খাবার খাওয়ানো আমার কাছে দশজন গোলাম আজাদ করার চয়ে প্রিয়।”

সলফে সালহেহিরে অনেকে নজিরে ইফতার অন্যকে খাওয়াতেন। এদের মধ্যে রয়েছেন- ইবনে উমর, দাউদ আল-তাঈ, মালিকি বনি দনিার, আহমাদ ইবনে হাম্বল। ইবনে উমর এতমি ও মসিকীনদের সঙ্গে না নিয়ে ইফতার করতেন না।

সলফে সালহেহিদরে কটে কটে তাঁর নজিরে ইফতার তার সঙ্গী সাথীদেরকে খাওয়াতেন এবং নজিরে তাদেরে খদেমত করতেন। এদের মধ্যে অন্যতম- ইবনুল মুবারক।

আবু সাওয়ার আল-আদাওয়ি বলেন:

বনি আদি গোট্ররে লোকেরো এই মসজিদে নামায পড়ত। তাদের কটে কখনো একাকী ইফতার করনি। যদি তার সাথে ইফতার করার জন্য কাউকে সাথে পতে তাহলে তাকে নিয়ে ইফতার করত। আর যদি কাউকে না পতে তাহলে নজিরে খাবার মসজিদে



নিয়ে এসে মানুষের সাথে খতে এবং মানুষকেও খতে দতি।

খাবার খাওয়ানোর ইবাদতের মাধ্যমে আরও অনেকেগুলো ইবাদত পালতি হয়:

নমিন্ত্রতি ভাইদের সাথে হৃদয়তা ও ভালবাসা। যে হৃদয়তা ও ভালবাসা জান্নাতের প্রবেশের কারণ। যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা ঈমান আনা ছাড়া জান্নাত যতে পারবে না। আর পারস্পারিকি ভালবাসা ছাড়া তোমাদের ঈমান হবে না।”[সহি মুসলিমি (৫৪)] দাওয়াত খাওয়ানোর মাধ্যমে নকে লোকদের সাহচর্য অর্জতি হয় এবং আপনার খাবার খয়ে তারা নকেকাজেরে শক্তি পায়, এতে আপনার সওয়াব হয়।